শ্রীশ্রীচৈতন্য শতকম্

সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীজী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীচৈতন্য শতকম্

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কতৃক বিরচিত

সম্পাদনায়

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী

(শ্রীধাম বৃন্দাবন)

শ্রীমান দাস কর্ত্তৃক শ্রীধর গ্রন্থাগার থেকে প্রকাশিত

কামদেবপুরে, হাওড়া,

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক ও প্রাপ্তিস্থানঃ-

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
+917078220843 , +918218476676
www.Bhaktidarshan.org

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থানঃ-

শ্রীমান দাস বেরা ,শ্রীধর গ্রন্থাগার,
কামদেবপুরে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিনঃ-৭১১৩১৪ মোবাইলঃ- +৯১৮৩৪৮৩৭১৯৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণঃ-

প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিরত্ন প্রভুর তিরোভাব তিথি,
৩০ শে ফাল্গুন ১৪২৯ , ১৫ মার্চ ২০২৩ বুধবার

সেবানুকূল্যঃ **50** RS

বিনম্র নিবেদন

কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সর্বাগ্রে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পার্ষদবর্য্য এবং ষড় গোস্বামী আদি সকলকেই প্রণাম করিতেছি । শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহনের পশ্চাৎ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত উড়িষ্যায় মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাতদিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শ্রবণ করাইয়াছিলেন । শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার ষড়ভুজ দিব্য শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন । সেই অতিব সুন্দর বিচিত্র রূপ দর্শন করিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যাদ্ভুত আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ শত শ্লোকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যস্তুতি করিয়াছিলেন । সেই শত শ্লোক সমূহের স্তুতি শ্রীচৈতন্য শতকম্ এবং শ্রীসার্ব্বভৌম শতকম্ এই নামদ্বয়ে পরিচয় লাভ করিয়াছে। **শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন " শত শ্লোকে করি তুমি যে কৈলে স্তবন । যে জন করিবে ইহা শ্রবণ পঠন ॥ আমাতে তাঁহার ভক্তি হইবে নিশ্চয় । সার্ব্বভৌম শতক যে হেন কীর্ত্তি রয় ॥ "** শ্রীশ্রীমন্মহমহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টচার্য্যকে আর্শীবাদ করিয়াছিলেন যে তাঁহার দিব্যস্তুতি সার্ব্বভৌম শতকম্ নামেও খ্যাতি লাভ করিবে এবং যে এই দিব্যস্তুতি পাঠ ও শ্রবণ করিবে নিশ্চয় তাঁহার আমাতে দৃঢ় ভক্তি জন্মিবে। অতএব এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে গ্রন্থখানি অতিব মহামূল্যবান । বহুদিন পূর্বে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজ এই শতকমের অনুবাদ করিয়া প্রকাশন করিয়াছিলেন কিন্তু বর্তমানে তা অপ্রাপ্য।

তাহার কৃত অনুবাদের আশ্রয় করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া পুনরায় এই গ্রন্থটি প্রকাশন করা হইতেছে। গ্রন্থখানির প্রকাশন না হওয়াই বর্তমান ইহা বিলুপ্ত প্রায়। শ্রী শ্রী ১০৮ মাধব দাস বাবাজী (খণ্ডবাসী) মহারাজের চরণাশ্রিত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী **শ্রীললিত দাস বাবাজী মহারাজের** অত্যাগ্রহে,উদ্যোগে গ্রন্থখানির উদ্ধার ও প্রকাশন সম্ভব হইয়াছে। **শ্রীমান দাস -শ্রীধর গ্রন্থাগার** হইতে গোস্বামীগণের গ্রন্থ সংরক্ষণ ও প্রকাশন করিবার নিমিত্তে দৃঢ় ব্রতী হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন তাঁহারা এই কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন। গ্রন্থ প্রকাশনে ত্রুটি মার্জ্জনে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হইয়াছে তথাপি ত্রুটি আদি থাকিলে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

নিবেদক

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস

(ব্যাকরণ,বেদান্তাদি দর্শন)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোজয়তি

শ্রীচৈতন্য শতকম্

প্রণম্য ত্বাং প্রভো গৌর তব পাদে শতং ব্রুবে ।
সদাশয়ানাং সাধূনাং সুখার্থং মে কৃপাং কুরু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ! তোমার শ্রীচরণ বন্দনা পূর্ব্বক সদাশয় সাধুগণের হৃদয়ে সুখ প্রদান করিবার নিমিত্তে তোমার শ্রীচরণে এই শত শ্লোকমালা সাদরে সমার্পিত করিলাম । হে প্রভু ! তুমি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ কর ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সেবাং স্থাপয়িত্বা গৃহে গৃহে ।
শ্রীমৎসঙ্কীর্ত্তনে গৌরো নৃত্যতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- প্রতি গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল সেবা স্থাপন করিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীহরি নামসঙ্কীর্ত্তন প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া অতি অদ্ভুত মধুরাতিমধুর নৃত্য করিতেছেন ॥ ২ ॥

জিহ্বায়াং হরিনামসাধন মোহধারাশতং নেত্রয়োঃ ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদগমো নিরবধি স্বেদশ্চ বিভ্রাজতে ।
শ্রীমদ্গৌরহরে প্রগল্ভ মধুরাভক্তি প্রদাতুর্জ্জনৈঃ
সেবা শ্রীব্রজযোষিতামনুগতা নিত্যাসদা শিক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীগৌরহরি জীবলোকে সুমধুর হরিভক্তি রস প্রদানের নিমিত্তে আপন রসনায় মধুর শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন ,প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইলে নয়নদ্বয় হইতে শতধারা বহিতেছে,তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকপূর্ণ

এবং স্বেদজলে সিক্ত, ব্রজগোপিকাগণের অনুগামী হইয়া তিনি কলিহত জীবকে শ্রীশ্রীব্রজযুগলসেবার অনুশিক্ষা প্রদান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কলিমল পতিতানাং শোকমোহাবৃতানাং
নিজজন পতিসেবা বিত্তচিন্তাকুলানাং ।
ইতি সমজনি গৌরস্ত্রাণ হেতূং বিচিন্ত্য
প্রকট মধুর দেহো নামদাতা কৃপালুঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- কলি কল্মষ সমুদ্রে নিপতিত এবং শোকমোহে আবৃত আত্মীয়- কুটুম্ব এবং পতিপুত্র সেবায় রত কলিহত জীবগণসমূহকে সদা চিন্তাকুল দেখিয়া শ্রীহরিনামপ্রদাতা শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় ভাবিয়া স্বয়ং শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি স্বরূপে সুমধুর দেহ ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যে জগৎত্রাণৈক কর্ত্তরি ।
যো মুঢ়ে ভক্তিহীন স্যাৎ পচ্যতে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই একমাত্রই জগজ্জীবের ত্রাণকর্ত্তা তিনি ভিন্ন জগজ্জীবের অন্য আর কেহই ত্রাণকর্ত্তা নাই । তাঁহার শ্রীচরণকমলে যে জন ভক্তিবিমুখ সে নিশ্চয়ই বিভিন্ন দুঃখ-শোকাদি ভোগ করিয়া অনন্তকাল নরকে পচিবে ॥ ৫ ॥

যঃ কৃষ্ণো রাধয়াকুঞ্জে বিলাস কৃতবান্ পুরা ।
গদাধরেণ সংযুক্তঃ স গৌরো বসতে ভুবি ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জ যিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে পুরাকালে শ্রীরাধার সহিত নিত্য বিলাস করিতেন, বর্তমান তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের

সহিত যুক্ত হইয়া এই পৃথিবীমণ্ডলে নিবাস করিয়া বিভিন্ন লীলা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

সংসার সর্পদষ্টানাং মূৰ্চ্ছিতানাং কলৌযুগে ।
ঔষধং ভগন্নামং শ্রীমদ্বৈষ্ণব সেবনং ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রী হরিনাম কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব সেবাই হইতেছে সংসাররূপ সর্পদংশিত মায়ামূর্চ্ছিত কলিহত জীবসমূহের জন্য পরমৌষধি ॥ ৭ ॥

বিষয়াবিষ্ট মূর্খানাং চিত্তসংস্কারমৌষধম্ ।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- সুদৃঢ় বিশ্বাসে সদৈব শ্রীগুরুসেবা এবং বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনই বিষয়ে আবিষ্ট তথা মূর্খ ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধির একমাত্র মহৌষধ ॥ ৮ ॥

বন্দে শ্রীকরুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্ ।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ ! তব দাস্যং দদস্ব মে ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করিতেছি হে জগন্নাথ ! কৃপা করিয়া আমাকে তোমার দাসত্ব প্রদান কর ॥ ৯ ॥

দাস্যং তে কৃপয়া নাথ ! দেহি দেহি মহাপ্রভো ।
পতিতানাং প্রেমদাতাঽস্য হেতো যাচে পুনঃপুনঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে মহাপ্রভো ! তুমি এই পতিত অধমকে তোমার প্রেমলক্ষণা প্রেমভক্তি প্রদান কর । বারংবার তোমার চরণে এই প্রার্থনা হে নাথ ! আমাকে তোমার দাসত্ব প্রদান কর ॥ ১০ ॥

সংসারসাগরে মগ্নং পতিতং ত্রাহি মাং প্রভো।
দীনোদ্বারে সমর্থ স্তমস্তে শরণং গতঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে প্রভু ! আমি সংসার সাগরে মগ্ন,পতিত,অধম তুমি দীনহীন উদ্ধারে সমর্থ,আমি তোমার চরণে শরণাগত হইলাম কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১১ ॥

জগতাং ত্রাণকর্ত্তাসি ভর্ত্তা দাতাসি সম্পদাম্।
ত্রাণং কুরুস্ব ভো নাথ ! দাস্যং দেহি শচীসুতঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে নাথ তুমি জগতের ত্রাণকর্ত্তা , সকলের ভর্ত্তা এবং সর্ব্বসম্পদ প্রদাতা । তুমিই জগতের পালনকর্তা হে শচীনন্দন মহাপ্রভো ! আমাকে ত্রাণ করিয়া তোমার দাসত্ব প্রদান করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর ॥ ১২ ॥

সর্বেবষামবতারাণাং পুরাণৈর্যৎ শ্রুতং ফলং ।
তস্মান্মে নিস্কৃতির্নাস্তি অতস্তে শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- সকল অবতারের ফল আমি পুরাণাদি পাঠে শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে আমার ন্যায় পাপীর নিস্তার নাই সেহেতু হে প্রভো ! তোমার শ্রীচরণে আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ১৩ ॥

বিচিত্র মধুরাক্ষর শ্রুতিমনোজ্ঞ গীতে মুদা
স্বভক্তগণমণ্ডলী রচিত মধ্যগামী প্রভুঃ ।
মনোহর মনোহরো নটতি গৌরচন্দ্র স্বয়ং
জগৎত্রয় বিভূষণে পরমধাম নীলাচলে ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- ত্রিভুবন মধ্যে পরমধাম শ্রীনীলাচলে নিজভক্তগণসহ

মণ্ডলী করিয়া বিচিত্র মধুরাক্ষর ও শ্রুতিমনোহর সংকীর্ত্তন গীতে সর্ব্বলোকের চিত্ত বিমোহিত করিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরচন্দ্র মনোহর নৃত্য করিতেছেন ।। ১৪ ।।

বিলোক্য পুরুষোত্তমং কণকগৌরদেহো হরি-
র্ম্মুর্দা হৃদয়পঙ্কজে জলদকান্তি আলিঙ্গিতুম্ ।
পপাত ধরণীতলে সকলভাব সংমূর্চ্ছিতঃ
কদাচিদপি নেঙ্গতে পরমধারি সংস্পন্দনম্ ।। ১৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- স্বর্ণকান্তি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া জলদবরণকে হৃদয়পঙ্কজে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছিলেন তখন তিনি গতিশূন্য হইয়াছিলেন ও তাঁহার চক্ষুদ্বয় স্পন্দনশূন্য হইয়াছিল ।। ১৫ ।।

গৌরস্য নয়নে ধারা সগদ্ গদ বচো মুখে ।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গো ভাবে লুঠতি ভূতলে ।। ১৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের দুই নয়নে তখন প্রেমাশ্রু, শ্রীমুখে গদ গদ বচন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তখন পুলকে পরিপূর্ণ ভাবে বিহ্বল হইয়া তখন তিনি ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন ।। ১৬ ।।

চৈতন্যচরণাম্ভোজে যস্যাস্তি প্রীতিরচ্যুতা ।
বৃন্দাটবীশয়ো স্তস্য ভক্তিস্যাচ্ছত জন্মনি ।। ১৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে যাঁহার অচলা প্রীতি হইয়া থাকে , তাঁহার শত জন্মে শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে ।। ১৭।।

যথা রাধাপাদাম্ভোজে ভক্তিঃস্যাৎ প্রেমলক্ষণা।
তথৈব কৃষ্ণচৈতন্যে বর্দ্ধতে মধুরা রতিঃ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার যতখানি শ্রীরাধার পাদপদ্মে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে ঠিক ততখানিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে তাঁহার মধুর প্রেমভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥১৮॥

কণক মুকুরকান্তিং চারুবক্ত্রারবিন্দং
মধুর মুকুর হাস্যং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠম্ ।
সুবলিত ললিতাঙ্গং কম্বুকণ্ঠং নটেন্দ্রং
ত্রিভুবন কমনীয়ং গৌরচন্দ্রং প্রপদ্যে ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার মুখখানি অতিসুন্দর পদ্মের শোভা স্বর্ণকলিকার ন্যায় সুমধুর যাঁহার হাস্যযুক্ত অধরোষ্ঠখানি পক্কবিম্বফল সদৃশ এবং যাঁহার কণ্ঠদেশ কম্বুর ন্যায় , সেই ললিত ও সুবলিত সর্ব্বাঙ্গাসুন্দর ত্রিভুবন কমনীয় শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি ॥১৯॥

সুদীর্ঘ সুমনোহরং মধুরকান্তি চন্দ্রাননং
প্রফুল্লকমলেক্ষণংদশনপংক্তি মুক্তাফলম্।
সুপুষ্প নবমঞ্জরী শ্রবণযুগ্ম সদ্ ভূষণং
প্রদীপ্ত মণিকঙ্কণং কষিত হেমগৌরং ভজে ॥২০॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার তনুখানি সুদীর্ঘ এবং সুন্দর সুবলিত, বিকশিত কমলের ন্যায় যাঁহার নয়নদ্বয়, মুক্তাফলের ন্যায় যাঁহার দন্তপংক্তি, যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত পুষ্পময় নব মঞ্জরীর তুল্য, সেই মণিকঙ্কণ সুশোভিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রেমময় গৌরসুন্দরের আমি ভজনা করি ॥২০॥

অখিল ভুবনবন্ধো প্রেমসিন্ধো জনেঽস্মিন্
সকল কপটপূর্ণে জ্ঞানহীনে প্রপন্নে।
তব চরণসরোজ দেহি দাস্যং প্রভো ত্বং
পতিততারণ নাম প্রাদুরাসীৎ যতস্তে ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে অখিলভুবনবন্ধো ! হে প্রেমসিন্ধো ! সকল কপটতায় পরিপূর্ণ এই জ্ঞানশূন্য জনকে তোমার দাসত্ব প্রদান করিয়া চরণকমলে স্থান প্রদান কর। হে মহাপ্রভো ! তোমার নাম যে পতিতপাবন সেহেতু তোমায় আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতেই হইবে ॥ ২১ ॥

উর্দ্ধকৃত্য ভুজদ্ধয়ং করুণয়া সর্ব্বান্ জনানাদিশেৎ
রে রে ভাগবতা হরিং বদবদ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ম্।
প্রেম্না নৃত্যতি হুঙ্কৃতিং বিকুরুতে হা হা রবৈর্ব্যাকুলো
ভূমৌ লুণ্ঠতি মূর্চ্ছতি স্বহৃদয়ে হস্তৌবিনিক্ষিপ্যতি ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র আজানুলম্বিত দুই বাহুখানি উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া করুণাপূর্ব্বক স্বয়ং সকলকেই বলিতেছেন হে ভগবতগণ ! কেবল হরি হরি বল । ইহা বলিয়া তিনি প্রেমাবেশে সুমধুর নৃত্য করিতেছেন, হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন , হা হা শব্দ করিয়া পরম ব্যকুল হইতেছেন ,মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন এবং কখন কখন নিজ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেছিন ॥ ২২॥

হরেনাম-কৃষ্ণনাম-গান-দান-কারিণীং
শোকমোহলোভতাপ সর্ব্ববিঘ্ননাশিনীম্।
পাদপদ্মলুব্ধ ভক্তবৃন্দ ভক্তিদায়িনীং
গৌরমূর্ত্তিমাশু নৌমি নাম সূত্রধারিণীম্ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শোকমোহলোভাদি তাপত্রয় এবং সর্ব্ববিধ বিঘ্ন বিনাশকারী

ভুবনমঙ্গলকর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র নামগান কলিহত জীবকে যিনি প্রদান করিয়াছেন,যাঁহার পাদপদ্মমধুলোলুপ ভক্তগণ নিজ জনদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং স্বয়ং হরিনাম মালা গলদেশে ধারণ করিয়াছেন ,সেই পরমপুরুষ শ্রীগৌরমূর্ত্তিকে আমি শীঘ্র শ্রীঘ্র প্রণাম করিতেছি ॥ ২৩ ॥

মালতী মল্লিকা-দামবদ্ধ কুঞ্চিত কুন্তলম্ ।
ভালোদ্যত্তিলকং গণ্ড রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- মল্লিকাপুষ্পদামে আবদ্ধ তাঁহার কুটিল কুণ্ডল রাজি, তাঁহার প্রশস্ত ললাট প্রদেশে সুন্দর তিলক বিরাজিত এবং তাঁহার গণ্ডদেশে রত্নকুণ্ডল সুশোভিত রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

শ্রীখণ্ডাগুরুলিপ্তাঙ্গং কঙ্কণাঙ্গদ ভূষিতং ।
ক্বণন্ মঞ্জীর চরণং গৌরচন্দ্র মহং ভজে ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীখণ্ড অগুরু চন্দন দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি সুলেপিত এবং যাঁহার বাহুদুখানি কঙ্কনাঙ্গদ ভূষণ দ্বারা বিভূষিত এবং সুমধুর নুপুরের শব্দে শব্দিত যাঁহার শ্রীচরণদুখানি,সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আমি ভজনা করি ॥ ২৫ ॥

মধুরং মধুরং কনকাভ তনু-
মরুণাম্বর সৎপরিধেয় মহো ।
জগদেক শুভং সকলৈক পরং
করুণপ্রবণং ভজতং পরমম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- আহা ! কি সুন্দন সুবলিত মধুরাতিমধুর কণকবর্ণ শ্রীগৌরচন্দ্রের তনু , পরিধানে কি সুন্দর অরুণবর্ণ বসন,তিনিই জগতের

একমাত্র শুভদাতা,পরম কারুণিক এবং ভজনীয় বস্তু ।। ২৬ ।।

কৃষ্ণরূপং পরিত্যজ্য কলৌ গৌরোবভূব যঃ ।
ত্বং বন্দে পরমানন্দং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্ ।। ২৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি এই কলিযুগে শ্রীগৌররূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করিতেছি ।। ২৭ ।।

পীতাংশুকং পরিত্যজ্য শোণাম্বর ধরোতি যঃ ।।
তং গৌরং করুণাসিন্ধুমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ।। ২৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া যিনি অরুণ বসন পরিধান করিয়াছেন, সেই পরম করুণার সাগর ত্রিভুবনের আশ্রয়রূপী শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ।। ২৮ ।।

অবতীর্ণ পুনঃ কৃষ্ণো গৌরচন্দ্র সনাতনঃ ।
মগ্নাস্ত্রিভাগ পাপেস্মিন্ তেষাং ত্রাণস্য হেতবে ।। ২৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- এই অবনীমণ্ডল যখন ত্রিপাদ পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ঠিক তখনই সংসার-সাগরগ্রস্থ কলিহত জীবসমূহেরর পরিত্রাণের জন্য সনাতন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌররূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।। ২৯ ।।

অবতীর্ণ কলৌ গৌর চণ্ডলাদ্যাঃ কুজাতয়ঃ ।
যাবন্ত পাপিনশ্চাপি প্রায়সো বৈষ্ণবা অমী ।। ৩০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- এই কলিযুগে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হওয়ায় সমগ্র চণ্ডালাদি নীচজাতি এবং মহাপাপী আদি সকলেই বৈষ্ণব হইয়াছেন ।। ৩০ ।।

পতিতং দুর্গতং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবা লোকপাবনাঃ।
করৌ ধৃত্বা হরের্নাম যাচন্তি কৃপয়া কলৌ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- কলিহত সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে পতিত এবং দুর্গতিগ্রস্ত দেখিয়া গৌরকৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবসকল সেই সকল লোকসমূহের কল্যানার্থে তাঁহাদিগকে যাচিয়া যাচিয়া হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৃতেঽপি গৌরে
ধাবন্তি জীব শ্রবণে গুণানি।
অশুদ্ধ চিত্তাঃ কিমু শুদ্ধচিত্তাঃ
শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ খলুতে ননর্ত্তঃ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র যখন ভুবনমঙ্গলকর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন শুভারম্ভ করিলেন, তখনই কলিহত জীবগণ তাঁহার অদ্ভুত গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সেই শ্রীহরিনাম যজ্ঞস্থলে ধাবিত হইয়া ছিল। শুদ্ধ এবং অশুদ্ধচিত্ত সকল লোকই তাহা শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কলৌ জাতে শচীসুতে।
স্ত্রী বাল জড়মূর্খাদ্যাঃ সর্ব্বে নামপরায়ণাঃ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- কি আশ্চর্য্যের কথা শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা জড় এবং মূর্খাদি সকল জীবগণই হরিনাম পরায়ণ হইল ॥ ৩৩ ॥

চণ্ডাল যবনা মূর্খাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনং।
হরের্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গৌরেজাতে কলৌ যুগে ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- এই কলিযুগে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের পর চণ্ডাল যবন এবং মূর্খাদি সকলেই হরিনামের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লগিল ।। ৩৪।।

কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং
ততোধিকং তৎপ্রিয় সেবকানাম্ ।
সংকীর্ত্তনামোদ জনানুরাগ
প্রেমপ্রদানং বিতনোতি লোকে ।। ৩৫ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- কি অদ্ভুত শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির চরিত্র কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার প্রিয় সেবকগণের চরিত্র অত্যদ্ভুত । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার স্বীয় ভক্তগণ সহ পরম অনুরাগের সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে প্রেম প্রদান করিতেছেন ।। ৩৫ ।।

সুবলিতমণিমালৈর্ব্বদ্ধচূড়ং মনোজ্ঞং
সুললিত মৃদুভালে চন্দনেনাণুচিত্রম্ ।
শ্রবণযুগলরন্ধ্রে কুণ্ডলৌ যস্য ভাতৌ
হৃদিবিনিহিতহারং নৌমি তং গৌরচন্দ্রম্ ।। ৩৬ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- সুবলিত মণিমালা দ্বারা যাঁহার মোহন কুন্তলচূড়া আবদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহার সুন্দর ও সুবলিত কোমল ললাটে সুগন্ধি চন্দনের অপূর্ব্ব চিত্র সকল শোভা পাইতেছে , যাঁহার কর্ণদ্বয়ে মকরকুণ্ডল শোভিত হইতেছে এবং যাঁহার বক্ষস্থলে সুন্দর মালা দোদুল্যমান , আমি সেই শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিতেছি ।। ৩৬ ।।

চৈতন্যরূপগুণকর্ম্ম মনোজ্ঞবেশং
যঃ সর্ব্বদা স্মরতি দেহমনো বচোভিঃ ।
তস্যৈব পাদতল-পদ্ম -রজোভিলাষী
সেবাং করোমি শতজন্মনি বন্ধু পুত্রৈঃ।। ৩৭ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি গৌরভক্তচূড়ামণি কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ গুণ লীলা এবং তাঁহার অতিসুন্দর সুমনোহর মনোজ্ঞ বেশ সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তাঁহার পাদপদ্মের রজ প্রাপ্তির অভিলাষে আমি শতজন্ম বন্ধুপুত্রপরিবারাদিসহ তাঁহার সেবা করিব ।। ৩৭ ।।

ইয়ং রসজ্ঞা তব নাম কীর্ত্তনে
শ্রোত্রৌ মনো মে শ্রবণেঽনুচিন্তনে।
নেত্রে চ তে রূপ নিরীক্ষণে সদা
শিরোস্ত চৈতন্য পাদাভিবন্দনে ।। ৩৮ ।।

বঙ্গনুবাদঃ- হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমার এই জিহ্বা কেবল তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তনের জন্যই, তোমার লীলা গুণানুবাদ শ্রবণের জন্যই আমার শ্রবণ যুগল এবং তোমার লীলাসম্বন্ধীয় বিষয় চিন্তা করিবার জন্যই আমার মন, তোমার অপরুপ রুপ দর্শন করিবার জন্যই আমার চক্ষুদ্বয় এবং তোমার পাদপদ্মে নতিস্তুতি বন্দনা করিবার জন্যই আমার মস্তক সৃষ্টি হইয়াছে ।। ৩৮ ।।

সঙ্কীর্ত্তনানন্দ রস স্বরূপাঃ
প্রেমপ্রদানৈঃ খলু শুদ্ধচিত্তাঃ ।
সর্ব্বে মহান্তঃ কিল কৃষ্ণতুল্যাঃ
সংসার লোকান্ পরিতারয়ন্তি ।। ৩৯।।

বঙ্গনুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ভক্তসমূহ সকলেই মহাত্মা তাঁহারা জনে জনে সংকীর্ত্তন-নামানন্দের স্বরূপ মূর্ত্তি এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য। তাঁহারা ত্রিতাপদগ্ধ সাংসারিক জীবদিগকে প্রেমদান করিয়া পরিত্রাণ করিতেছেন ।। ৩৯ ।।

যস্মিন্ দেশে কুলাচারো ধর্ম্মাচারশ্চ নাস্তি বৈ।
তথাপি ধন্যস্তদ্দেশো নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গনুবাদঃ- যে দেশের লোকসমূহ ধর্ম্মাচার এবং কুলাচার বর্জ্জিত হয় , তথাপি সেই দেশে যদি হরিনামসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় , তবে সেই দেশ ধন্য সেই দেশবাসী ও ধন্যাতিধন্য ॥ ৪০ ॥

যাবতাঞ্চ কুতন্ত্রাণাং সমুদ্ধারস্য হেতবে।
অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- সকল কুতন্ত্রী লোকসম্প্রদায়কে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিকালে শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বাবতারা ভজতাং জনানাং
ত্রাতুং সমর্থাঃ কিল সাধুবার্ত্তা।
ভক্তানভক্তামপি গৌরচন্দ্র-
স্ততার কৃষ্ণামৃতনাম দানৈঃ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- সাধুমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে অন্যান্য অবতারে শ্রীভগবান কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তগণকে উদ্ধারের জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন পরন্তু শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র কৃষ্ণনাম অমৃতদানে ভক্ত অভক্ত সকলকেই অবিচারে পরিত্রাণ করিবার জন্যই নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪২ ॥

চৈতন্য প্রেমদাতাখিল ভুবন জনান্ ভাবহুঙ্কারনাদৈ-
র্গোবিন্দাকৃষ্টচিত্তান্ কুবিষায় বিরতান্ কারয়ামাস শীঘ্রং।
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রে জগতি চ জনিতে বঞ্চিতো যহি মূর্খঃ
তাপী পাপী সুরাপী হরিগুরু বিমুখ সর্ব্বদা বঞ্চিত সঃ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- জগতের সর্ব্বলোককে কুবিচার হইতে বিরত করিয়া প্রেমপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রেমভাবে প্রমত্ত হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আসক্ত করাইয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তিগণই মূঢ় ও মূর্খ, পাপী, তাপী,সুরাপায়ী এবং হরি-গুরুবিমুখ। সেই প্রকৃত ভাবেই সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত যিনি পরমদয়াল মহাপ্রভু ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

ত্রিভুবনকমণীয়ে গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে
পতিত যবনমূর্খাঃ সর্ব্বথা স্ফোটয়ন্ত।
ইহ জগতি সমস্তা নাম সঙ্কীর্ত্তানার্ত্তা
বয়মপি চ কৃতার্থাঃ কৃষ্ণনামাশ্রয়াৎ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীধামনবদ্বীপে ত্রিভুবনসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে পতিত, অধম,যবন মূর্খাদি পর্য্যন্ত সকলেই সর্ব্বতভাবে আনন্দিত হইয়াছিল এবং এই জগতের সমস্ত লোকসমূহ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

মধুর মধুর মেতদ্বৈষ্ণবানাং চরিত্রং
কলিমল কৃতহীনান্ দোষবুদ্ধ্যা ন জগ্মঃ।
সকল নিগমসারং নামদাতুং চ তত্র
প্রবল করুণয়া শ্রীগৌরচন্দ্রোঽবতীর্ণঃ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- এই সকল গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের চরিত্র অতিব মধুর। তাঁহারা কলিহত পাপকলিমল ও মলিন জীবসকলের দোষ বা অপরাধ গ্রহণ করেন না। যেহেতু সকল নিগমাদি সার হরিনাম সুধা প্রদান করিতে পরম করুণাসাগর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

লোকান্ সমস্তান্ কলিদুর্গ বারিধে-
র্নাম্না সমুত্তার্য্য স্বতঃ সমর্পিতং।
শ্রীগৌরচন্দ্রৈর্হরি বৈষ্ণবানাং
নাম্নশ্চ তত্ত্বং কথিতং জনে জনে ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অতি ভীষণ তরঙ্গাকুল ভবসাগরে নিমগ্ন কলিহত জীব সকলকে স্বেচ্ছায় হরিনামামৃত প্রদান করিয়া উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে নামের মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

যাবন্তো বৈষ্ণবালোক পরিত্রাণস্য হেতবে।
রটন্তি প্রভুনাদিষ্টা দেশে দেশে গৃহে গৃহে ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আদেশমত তাঁহার অনুগত বৈষ্ণব সকল কলিহত জীবের পরিত্রাণ করিতে দেশে দেশে প্রতি গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া হরিনাম প্রচার করিতেছেন ও নামসুধা বিলাইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

জগদ্বন্ধোর্জগৎকর্ত্তা জগতাং ত্রাণ হেতবে।
যত্রতত্র হরেঃ সেবা কীর্ত্তনে স্থাপিতে সুখে ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- জগদ্বন্ধু এবং জগৎকর্ত্তা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু জগতের ত্রাণ করিতে যেখানে সেখানে হরিসেবা এবং সংকীর্ত্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

গৌরাঙ্গঃ প্রেমমূর্ত্তির্জগতি যদবধি প্রেমদানং করোতি,
পাপী তাপী সুরাপী নিখিলজনধনস্থাপ্যহারী কৃতঘ্নঃ।
সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ স্বকীয়ান্ বিষমিব বিষয়ং সংপরিত্যজ্য কৃষ্ণং
গায়ন্ত্যুচ্চৈঃ প্রমত্তাস্তদবধি বিকলাঃ প্রেমসিন্ধৌ বিমগ্নাঃ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রেমমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু এই ধরনীতে প্রেমদান করিয়াছেন,তাবৎকাল পর্য্যন্ত পাপী তাপী সুরাপায়ী অকৃতজ্ঞ এবং স্থাপ্যধনহরণকারী মহাপাপী লোকসকল স্বকৃত কুকর্ম্ম এবং বিষয়বাসনা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতঃ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

যেষাং কস্মিন্ কলিযুগে নাভুন্নিস্তারো বহুজন্মনি ।
কলৌ তে তে সুখে মগ্না নামগান প্রসাদতঃ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যে সকল মহাপাপীলোকদিগের অনেক জন্মেও কোনযুগে নিস্তারের কোন উপায় ছিল না,তাহারা এই কলিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীহরিনাম গানের প্রসাদে এখন সুখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

হরের্নাম্না প্রসাদেন নিস্তরেৎ পাতকীজনঃ ।
উপদেষ্টা স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যে জগদীশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ নিসৃত শ্রীহরিনাম গানের প্রসাদে মহাপাতকী সকল উদ্ধার হইতেছেন । সর্ব্বেশ্বের এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুই স্বয়ং তাহাদিগের উপদেষ্টা ॥ ৫১ ॥

অখিল ভুবনবন্ধুর্নামদাতা কৃপালুঃ
কষিত কনকবর্ণঃ সর্ব্বমাধুর্য্য-পূর্ণঃ ।
অতি সুমধুরহাসঃ স্নিগ্ধদৃক্ প্রেমভাসঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি নিখিল ভুবনবন্ধু, তিনি হরিনাম প্রদাতা এবং পরম

কৃপালু । যাঁহার অপরূপ স্বর্ণবর্ণ উজ্জ্বল মনোহর রূপ এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরম মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ । যাঁহার শ্রীবদনের হাস্য অতিশয় সুমধুর, যাঁহার নয়নকমলের দৃষ্টি অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং যাঁহার শ্রীমুখের বচন অমৃতময় ও প্রেমে পরিপূর্ণ । সেই নটবর ইন্দ্র **(নৃত্যকলায় যিনি শিরোমণি)** শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥ ৫২ ॥

অতি মধুরচরিত্রঃ কৃষ্ণনামৈক মন্ত্রো
ভুবনবিদিত সর্ব্বপ্রেমদাতা নিতান্তঃ ।
বিপুল পুলকধারী চিত্তহারী জনানাং
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার চরিত্র অতিব সুমধুরাতিমধুর । কৃষ্ণনামই যাঁহার একমাত্র মহামন্ত্র । যিনি ত্রিভুবনে একমাত্র প্রেমপ্রদাতারূপে বিদিত আছেন যে , যাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ, যিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সেই নটবর সম্রাট শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥ ৫৩ ॥

সকল নিগমসারঃ পূর্ণ পূর্ণাবতারঃ
কলি-কলুষ-বিনাশঃ প্রেমভক্তিপ্রকাশঃ ।
প্রিয় সহচরসঙ্গে রঙ্গভঙ্গ্যা বিলাসী
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি সকল নিগমাদির সার, যিনি পূর্ণ এবং পূর্ণাবতার । যিনি কলিহত জীবের সকল পাপ নাশ পূর্ব্বক প্রেমভক্তি প্রদান করিয়াছেন। যিনি তাঁহার নিত্য পরিকর এবং নিজ সহচরগণ সঙ্গে নানা রঙ্গেভঙ্গে বহুপ্রকার বিলাসরঙ্গ করিতেছেন । সেই নটবর শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥ ৫৪ ॥

জগদতুল মনোজ্ঞো নাট্যলীলাভিবিজ্ঞঃ
কলিত মধুর বেশৈ মূর্চ্ছিতাশেষ দেশঃ ।
প্রবল গুণ গভীর শুদ্ধসত্ব স্বভাবঃ
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি ত্রিজগৎ মধ্যে অতুলনীয় ও মনোহারী, যিনি অদ্বিতীয় নাট্যলীলা রসজ্ঞ, যাঁহার সুমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল অপূর্ব্ব বেশ দর্শনে অশেষ দেশের লোকসমূহ সন্মোহিত হন,যাঁহার প্রবল গুন সর্ব্বজনবিদিত এবং যিনি গভীর শুদ্ধ সত্ত্ব-স্বভাবের৷ সেই নটবর চূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥ ৫৫ ॥

নিরবধি গলদশ্রুঃ স্বেদযুক্তঃ সকম্পঃ
পুলকবলিত দেহঃ সর্ব্বলাবণ্যগেহঃ।
মনসিজ শতচিত্ত-ক্ষোভকারী যশস্বী
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে যাঁহার অতিশয় লাবণ্যময় শ্রীঅঙ্গ স্বেদযুক্ত, প্রেমানন্দে প্রকম্পিত এবং পুলকে পরিপূর্ণ । যাঁহার অপরূপ রূপরাশিতে যশস্বী শত শত কামদেবের চিত্তকে ক্ষোভিত ও চঞ্চল করিতেছে সেই নটবর শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥ ৫৬ ॥

শমনদমন নাম কৃষ্ণনাম প্রদানঃ
পরম পতিত দীন ত্রাণ কারুণ্যসীমঃ ।
ব্রজবিপিনরহস্য প্রোল্লসচ্চারু গাত্রং
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি শমনদমনকারী কৃষ্ণনামামৃত কলিহত জীবগণকে অবিচারে প্রদান করিতেছেন , যিনি পতিত পাবন দীনহীনের ত্রাণকর্ত্তা এবং করুণার শেষ সীমা । যাঁহার সুন্দর সুবলিত শ্রীঅঙ্গখানি ভক্তগণকে শ্রীবৃন্দাবনরহস্য স্মরণ করাইতেছে এবং তজ্জনিত প্রেমে তাহাদিগের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে সেই নটবর ইন্দ্র **(নৃত্যপ্রিয় ও নৃত্যকলায় সর্বশ্রেষ্ঠ)** শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে উদয় হউন ।। ৫৭ ।।

সকল রসবিদগ্ধঃ কৃষ্ণনাম প্রমোদঃ
প্রবল গুণগভীরঃ প্রাণিনিস্তার ধীরঃ ।
নিরুপম তনুরূপঃ দ্যেতিতানঙ্গ ভূপঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ।। ৫৮ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি রসিকেন্দ্রচূড়ামণি সকল রস-বিদগ্ধ সার । যিনি কৃষ্ণনামে সর্ব্বদা প্রমত্ত, যাঁহার প্রবল গুণরাশি সাগরতুল্য গভীর, যিনি অতি ধীর গম্ভীর , যিনি লোকনিস্তারহেতু অতিশয় যত্নবান , যাঁহার অপরূপ রূপরাশির কোন তুলনা নাই। যাঁহার শ্রীঅঙ্গে অনঙ্গরাজ দীপ্তি পাইতেছে, সেই নটবরেন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ।। ৫৮।।

বিমল কমলবক্ত্র পক্কবিম্বাধরোষ্ঠঃ
তিলকুসুম সুনাসঃ কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ ।
সুবলিত ভুজদণ্ডো নাভি গম্ভীর রূপঃ ।
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ।। ৫৯ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার বিমল বচনচন্দ্র বিকচ কমলের ন্যায়, যাঁহার সুন্দর অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফল সদৃশ, যাঁহার সুন্দর নাসিকা তিল ফুল সদৃশ,যাঁহার কণ্ঠদেশ কম্বুর ন্যায়,যাঁহার সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় সুবলিত এবং নাভি সুগভীর সেই নটবর শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ।। ৫৯ ।।

কষিতকনককান্তেঃ সারলাবণ্য মূর্ত্তিঃ
কলিকলুষবিহন্তা যস্যকীর্ত্তিবরিষ্ঠা।
অখিল ভুবনলোকে প্রেমভক্তি প্রদাতা
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি কষিত কাঞ্চন বর্ণের সদৃশ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ লাবণ্যের সারস্বরূপ , যিনি কলিকলুষ হন্তারক ইহাই যাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি । যিনি নিখিল ভুবনের লোকদিগকে অযাচিতভাবে প্রেমদান করিতেছেন । সেই নটবরেন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউন ॥ ৬০ ॥

বহুবিধ মণিমালা বদ্ধকেশো বিচিত্রো
মলয়জতিলকোদ্যদ্ভাল দেশোঽহলকালিঃ।
শ্রবণ যুগললোলৎ কুন্তলোহারবক্ষাঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দঃ ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার বিচিত্র কেশকলাপ নানাবিধ মণি মালা দ্বারা আবদ্ধ, যাঁহার সুন্দর কপালে মলায়জ তিলকরাজি বিরাজিত, যাঁহার কুঞ্চিত কুন্তলদলরাজি শিরঃপ্রদেশে দোদ্যুল্লিত, যাঁহার কর্ণে মকর কুণ্ডল এবং বক্ষঃস্থলে স্বর্ণহার সুশোভিত । সেই নটবর শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয় প্রকাশ হউন ॥ ৬১ ॥

যদবধি হরিনাম প্রাদুরাসীৎ পৃথিব্যাং
তদবধি খলু লোকা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বত্রতে
তিলক বিমলমালা নামযুক্তা পবিত্রা
হরি হরি কলিমধ্যে এবমেবং বভূব ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাবৎ কালব্দি এই পৃথিবীমণ্ডলে শ্রীহরিনামের প্রদুর্ভাব

হইয়াছে তাবৎ কালব্দি সকল লোকসমূহ বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহারা তিলক এবং হরিনামের মালা ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন। হরি! হরি! এই কলিকালে যেন এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন নিরবধি সংঘটিত হয় ॥ ৬২ ॥

জীবেপূর্ণ দয়া যতঃ করুণয়া হা হা রবৈ প্রার্থনাং
হে হে কৃষ্ণ কৃপানিধে ! ভব মহাদবাগ্নিদগ্ধান্ জনান্ ।
ত্রাহি ত্রাহি মহাপ্রভো ! স্বকৃপয়া ভক্তিং নিজাং দেহ্যম্
মৈবং গৌরহরেঃ সদা প্রকুরুতে দীনৈকনাথঃ প্রভু ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীগৌরহরি কলিহত জীবের প্রতি পূর্ণভাবে দয়া প্রকাশ করিতেছেন, যিনি করুণা করিয়া পরম আর্ত্তি সহকারে এই প্রার্থনা করিতেছেন " হে করুণাসিন্ধু ! শ্রীকৃষ্ণ ! এই সংসারদাবানলে দগ্ধ জীবসকলকে রক্ষা কর । হে মহাপ্রভো ! কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার নিজ গুপ্তবিত্ত প্রেমভক্তিধন দান করুন । শ্রীশ্রীগৌরহরি শচীনন্দন একমাত্র দীনৈকশরণ,পতিতপাবন তিনি ব্যতীত অন্য কেহই এই প্রকার প্রার্থনা করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৬৩ ॥

বিষণ্ন চিত্তান্ কলিপাপ ভীতান্
সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনাম মন্ত্রং ।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান সমাদিশেৎ
কুরুষ্ব সংকীর্ত্তননৃত্য বাদ্যান্ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি কলিহত জীবদিগকে বিষণ্নচিত্ত এবং পাপে কলুষিত ও ভীত দেখিয়া স্বয়ং হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তগণকে নৃত্যবাদ্য সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে অভ্যস্ত করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

হরের্মূর্ত্তিং সুরুপাঙ্গাং ত্রিভঙ্গ মধুরাকৃতিং
ইতি গৌরো বদেদ্ভক্তান্ স্থাপয়স্ব গৃহে গৃহে ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার অনুগত ভক্তসমূহকে বলিতেছেন , তোমরা ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা সুমধুরাতিমধুর আকৃতিবিষ্ট অতিব সুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতি গৃহে গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা কর ॥ ৬৫ ॥

সুশোনপদ্মপত্রাক্ষঃ সুবিম্বধরপল্লবৈঃ ।
সুনাসা পুটলালিত্য গৌরচন্দ্রং নমস্ততে ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার নয়নদ্বয় রক্ত পদ্ম সদৃশ অতিব সুন্দর যাঁহার বিম্বাধর অতিশয় মনোরম যাঁহার নাসা-পুট মাধুর্য্যেরখনি । সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৬৬ ॥

কন্দর্প কোটিলাবণ্য কোটি চন্দ্রানন ত্বিষে ।
কোটিকাঞ্চন পুস্পাভ গৌরচন্দ্রো নমস্ততে ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার শ্রীমুখপদ্মে কোটী কন্দর্পের লাবণ্য,কোটী চন্দ্রের কিরণ এবং কোটি রক্তকাঞ্চন পুস্পের শোভা বিরাজ করিতেছে । সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৬৭ ॥

সমুক্তা দন্তপংক্ত্যাভো হাস্যশোভা শুভাকরং।
সিংহগ্রীব লসৎকণ্ঠ গৌরচন্দ্র নমস্ততে ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদঃ-যাঁহার দন্তপংক্তির শোভা উত্তম মুক্তামালার ন্যায় এবং উহা হাস্য সৌন্দর্যের আকর স্বরূপ । যিনি সিংহগ্রীব এবং যাঁহার কণ্ঠদেশ চারু ও মনোজ্ঞ । সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬৮ ॥

মল্লিমালোল্লসদ্বক্ষাঃ কর্ণালম্বিত মৌক্তিকঃ ।
কঙ্কনাঙ্গদসংযুক্ত মহাভুজ নমস্ততে ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার প্রশস্ত বক্ষে সুন্দর মল্লিকার মালা দোদুল্যমান, যাঁহার কর্ণদ্বয়ে সুন্দর মুক্তাফল লম্বিত, যাঁহার ভুজদ্বয় স্বর্ণভূষণ সংযুক্ত,সেই সুন্দরাতিসুন্দর গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ৬৯ ॥

মৃগেন্দ্র মধ্যকঙ্কাল জানুরম্ভাতি সুন্দর ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠ পদদ্বন্দ্ব গৌরচন্দ্র নমস্ততে ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার অতি ক্ষীণ কটিদেশ সিংহের ন্যায়, যাঁহার জানুদ্বয় রম্ভাবৃক্ষের সদৃশ সুন্দর এবং যাঁহার শ্রীপদদ্বয় কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায়, সেই সুন্দরাতিসুন্দর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৭০ ॥

আশ্রয়ে তব পাদাব্জং কলিকা চম্পকাঙ্গুলং ।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ গৌরচন্দ্র নমস্ততে ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- চম্পক কলিকার ন্যায় যাঁহার অঙ্গুলি, সেই শচীসুত শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে দয়ানাথ ! আমায় কৃপা কর, তোমার শ্রীচরণকমলে বারংবার নমস্কার ॥ ৭১ ॥

নখপংক্তি জিতানেক মাণিক্য মুকুরদ্যুতে ।
চরণে শরণং যাচে গৌরচন্দ্র নমস্ততে ॥ ৭২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার নখচন্দ্র মাণিক্য মুকুর কান্তিকে বিজিত করিয়াছে, সেই শচীসুত শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীচরণে আমি একান্ত শরণ লইলাম, তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৭২ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কিতে পাদপদ্মেঽহং শরণং গত ।
করিষ্যতি যমঃ কিং মে গৌরচন্দ্র নমস্ততে ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাঙ্কিত আমি সেই গৌরচন্দ্রের একান্ত শরণ লইলাম। এখন শমন আর আমার কিছুই করিতে পারিবে না। হে শ্রীগৌরচন্দ্র ! তোমার শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ৭৩ ॥

শতশত পতিতানাং ত্রাণকর্ত্তা প্রভুস্ত্বং
কথমপি কিমুদোষে বঞ্চিতোঽহং প্রপন্নঃ ।
কলিভয় কৃতভীতং ত্রাহিমাং দীনবন্ধো
শরণাগতগতিস্ত্বং কিং ব্রুবে গৌরচন্দ্র ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে প্রভু ! তুমিই একমাত্র শত শত পতিত অধম জীবের উদ্ধার কর্তা। আমি কি অপরাধে তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা জানিনা। কলিভয়ে আমি ভীত হইয়াছি হে দীনবন্ধো ! আমাকে পরিত্রাণ কর । হে গৌরচন্দ্র ! আমি কি আর বলিব ? তুমি যে শরণাগতের একমাত্র গতি ॥ ৭৪ ॥

কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং
নামোপদেশাদ্ধরিমাশ্রয়ন্তি ।
নৃত্যন্তি গায়ন্তি রুদন্তি লোকা
রটন্তি অর্থান্ হরিভক্তিযুক্তাঃ ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- আহা ! শ্রীশচীতনয় শ্রীগৌরহরির কি অতি অদ্ভুত চরিত্র! তিনি শ্রীহরিনাম উপদেশ প্রদান করিয়া জগজ্জীবকে হরিপরায়ণ করিতেছেন । এক্ষণে এই সকল লোক হরিভক্ত হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে,হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে,প্রেমানন্দে কাঁদিতেছে এবং হরিভক্তি কথা ব্যাখ্যা করিতেছে ॥ ৭৫ ॥

নিরন্তর কৃষ্ণকথা পরস্পরং
সুভক্তিদং নাম হরের্বদন্তি বৈ।
জল্পন্তি লোকা ভুবিভাব বিহ্বলা
গৌরঽবতীর্ণে কলিপাপনাশকে ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- কলিহত জীবসমূহের পাপতাপ বিনাশ করিতে শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ভূতলে অবতীর্ণ হইলে লোকসকল পরস্পর হরিকথা বলিতেছে , সুভক্তিপ্রদ হরিনাম উচ্চারণ করিতেছে এবং প্রেমভাবে বিভাবিত হইয়া নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতেছে ॥ ৭৬ ॥

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যজ্ঞধ্যানতপব্রতৈঃ।
কেষাং কেষাং ফলং জাতং শুভকর্ম্ম বিধানতঃ ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে তপ,ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রত কোন কোন লোক শুদ্ধ ধর্ম্মবিধান পালন করিয়াছেন, কিছু কিছু ফলও লাভ করিয়াছে ॥ ৭৭ ॥

কলৌ শ্রীগৌরকৃপয়া নাম মাত্রৈকজল্পকা।
কৃষ্ণসান্নিধ্যসংপ্রাপ্তাঃ প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়া এই কলিযুগের লোক সমূহ কেবলমাত্র হরিনাম করিয়াই প্রেম ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

অনুব্রহ্মাণ্ডয়োর্মধ্যে চৈতন্যেন সমাহৃতং।
হরেকৃষ্ণ রামনাম-মালাং ভক্তি প্রদায়িনীং ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ রাম নামের হরিভক্তি

প্রদায়িনী মালা ব্রহ্মাণ্ডের ছোট বড় সকলের গলদেশে অর্পণ করিয়া কলিহত জীব সকলের পাপতাপ হরণ করিয়াছেন ।। ৭৯ ।।

জল্পন্তি হরিনামানি চৈতন্যজ্ঞানরূপতঃ ।
ভজন্তি বৈষ্ণবান্ যেতু তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদং ।। ৮০ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্ব-স্বরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া হরিনাম করেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগকে ভজনা করেন, তাঁহারাই শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকেন ।। ৮০ ।।

শৃণ্বন্তি যে বৈ গুরুতত্ত্ব-গাথাং
গায়ন্তি যত্নৈর্হরিনাম মন্ত্রং ।
পূজন্তি সাধু গুরু দেবতাঞ্চ
চৈতন্যভক্তাঃ কলিকাল মধ্যে ।। ৮১ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- এই কলিকালে যাঁহারা শ্রীগুরুতত্ত্বকথা শ্রবণ করেন,যাঁহারা হরিনাম মহামন্ত্র অতিযত্নপূর্ব্বক গায়ন করেন এবং সাধু গুরু ও দেবতার পূজন করিয়া থাকেন ,তাঁহাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া জানিবে ।। ৮১ ।।

কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন হরিনাম প্রকাশিতং ।
যেন কেনাপি তৎ প্রাপ্তং ধন্যোঽসৌ লোকপাবনঃ ।। ৮২ ।।

বঙ্গানুবাদঃ- শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রকাশ ও প্রচারিত হইয়াছে,এক্ষণে তাহা যে কেউ অনায়াসে পাইতেছেন যিনি সেই হরিনাম পাইতেছেন তিনি ধন্য এবং লোক পাবন হইতেছেন ।। ৮২ ।।

যদি স্যাৎ বৈষ্ণবে প্রীতিঃ সদা কীর্ত্তনলম্পটঃ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রবিমুখঃ নবৈ ভাগবতোপি সঃ ॥৮৩॥

বঙ্গানুবাদঃ- যদি কাহারও বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতি হইয়া থাকে এবং তিনি যদি সদা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরত হন, তবে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কখন বিমুখ হয়েন না এবং তিনি প্রবল ভাগবত বলিয়া গণ্য হন ॥৮৩॥

অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তি সেবাং
করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্ঠঃ।
তথাপি ধন্যো নহি তত্ত্ববেত্তা
গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদি স্যাৎ ॥৮৪॥

বঙ্গানুবাদঃ- যিনি অনন্যচেতা হইয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা শ্রীহরিবিগ্রহ সেবা পূজাদি ধর্ম্মনুষ্ঠান করেন,কিন্তু যদি তিনি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিমুখ হন,তবে তিনি ধন্য ও প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা হইতে পারেন না ॥৮৪॥

কিমু সুখমুপভোক্তুং বাঞ্ছয়েদ্বঞ্চিতোঽসৌ,
সকল নিগমসিদ্ধং গৌরচন্দ্রং ন বেত্তি।
হরি হরি কথামেতৎ কুত্র যাতং চরিত্রং
স ভব জলধি মধ্যে কুম্ভীপাকে পপাত ॥৮৫॥

বঙ্গানুবাদঃ- সকল নিগমসিদ্ধ সর্ব্ববতারসার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি জানেন না বা জানিতে চাহেন না তিনি কেন প্রেমসুখ ভোগের বাঞ্ছা করিবেন ? তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইয়াছেন। হরি হরি ! কেনই বা এমন হয় ! এই প্রকার বুদ্ধি ও চরিত্র লইয়া সে ব্যক্তির জন্মই বা কেন হয় ! সেই ব্যক্তিই দুস্তর সংসার সমুদ্র মধ্যে কুম্ভী পাকে পতিত হইয়া থাকেন ॥৮৫॥

শচীসুত-পাদাম্বুজে শরণ মাত্রমন্বেষণং
করোমি কুলদৈবতে প্রবল কাতরে বৈষ্ণবাঃ ।
কৃপাং কুরুত সর্ব্বদা ময়ি বিচিত্র বাঞ্ছাস্পদং
মম প্রণত চেতসো ভবতু সিদ্ধিরব্যাহতা ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- আমি শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির রাতুল পাদপদ্মে একমাত্র শরণ অন্বেষণ করিতেছি । হে আমার কুলদেবতা বৈষ্ণবগণ! তোমরা এই কাতর দীনজনকে কৃপা করিয়া তাঁহার সেইবাঞ্ছিতপদ পাইতে সমর্থ কর যেন এই প্রকারে আমার বাঞ্ছিত চিত্ত নিশ্চল ও অব্যাহতা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ৮৬ ॥

ন ধনং ন যশো ন কুলং ন তাপো
ন জনং ন শুভং ন সুতং ন সুখম্ ।
চরণে শরং তব গৌরহরে
মম জন্মনি জন্মনি দেহি বরম্ ॥ ৮৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- আমি না ধন, না জন,না যশ,না কুল,না তপ,না সুখ,না শুভ না পুত্রাদি এসবের কিছু চাহি না । হে গৌর হরি ! প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমি তোমার চরণে শরণ লইয়া কেবল তোমারই ভজন করি ,এই বর আমায় প্রদান কর ॥ ৮৭ ॥

নানাক্লেশ ময়া যুক্তাং স্মৃতিহীনঞ্চ মাং প্রভো ।
ভবভীতাদ্ গৌরচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি কৃপানিধে ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র ! আমি নানাবিধ ক্লেশে জর্জ্জরিত এবং স্মৃতিহীন হইয়াছি । হে কৃপানিধে ! দুস্তর সংসার ভয় হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৮৮ ॥

অনেক জন্ম ভ্রমণে মনুষ্যোঽহং ভবন্ কলৌ।
ব্যাকুলাত্মা পদাব্জে তে শরণং রক্ষ মাং প্রভো ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে আমি অনেক অনেক জন্ম ভ্রমণ করিতে করিতে এই কলিকালে সুদুল্লর্ভ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াছি। আমি অতিশয় ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণকমলে শরণ লইতেছি, হে প্রভু ! তুমি আমায় রক্ষা কর ॥ ৮৯ ॥

কাতরং পতিতং শৌচ্যং ত্রাহিমাং শ্রীশচীসুত।
সর্ব্বে প্রেমসুখেমগ্না বঞ্চিতং মা কুরু প্রভো ॥ ৯০ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- আমি অত্যন্ত কাতর, পতিত,অতি অধম এবং আমার অবস্থা অতীব শোচনীয়। হে শচীনন্দন ! তুমি মোরে কৃপা করিয়া ত্রাণ কর। এই জগৎ সংসারে সকলেই তোমার প্রেমে মগ্ন হইয়াছে। হে প্রভু ! কেবলমাত্র আমাকে তোমার সেই প্রেমপাশ হইতে বঞ্চিত করিও না ॥ ৯০ ॥

সর্ব্বেষাং পাপযুক্তানাং ত্রাতুং শক্তোঽন্য দৈবতঃ।
মমোদ্ধারে প্রভুর্গৌরো যতঃ পতিতপাবনঃ ॥ ৯১ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- সকল পাপে যুক্ত পাপীগণকে ত্রাণ করিতে অন্যান্য দেবতাগণ সমর্থ, পরন্তু হে প্রভু ! তুমিই একমাত্র পতিত-পাবন। হে গৌরচন্দ্র ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা ॥ ৯১ ॥

শ্রীগৌরচরণদ্বন্দ্বে যাচে যাচে পুনঃ পুনঃ।
জীবনে মরণে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥ ৯২ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে শ্রীশচীসূত ! তোমার অপরূপ রূপ যেন জীবনে মরণে

সদৈব আমি চিন্তা করিতে পারি । হে শ্রীগৌরচন্দ্র ! তোমার রাতুল চরণদুইখানিতে পুনঃ পুনঃ ইহাই আমার একমাত্র কাতর প্রার্থনা ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণ ত্বং দ্বাপরে শ্যামং কলৌ গৌরাঙ্গবিগ্রহম্
ধৃত্বাঽশেষ জনান্ প্রেমভক্তি যচ্ছসি লীলয়া ॥ ৯৩ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে কৃষ্ণ ! তুমি দ্বাপরযুগে শ্যামমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে এবং পুনরায় এই কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব মধুর লীলারঙ্গ প্রকাশ করিয়া জগতের সমস্ত জীবগণকে প্রেমভক্তি শিক্ষা প্রদান করিতেছ ॥ ৯৩ ॥

যথেপ্সিতং গৌরপদারবিন্দে
নিবেদিতং দেহমনো বচোভিঃ ।
সর্ব্বার্থ সিদ্ধিং কুরুমে কৃপালো
নিরন্তরং তে স্মৃতিরস্ত নিত্যা ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে গৌরহরি ! আমার অন্তরে যাহা যাহা বাসনা হইয়াছে আমি তাহাই তোমার পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নিবেদন করিতেছি । হে করুণাময় ! হে কৃপানিধে ! আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি কর যেন নিরন্তর তোমার পাদপদ্মে আমার স্মরণ থাকে ॥ ৯৪ ॥

স্বতন্ত্রস্ব প্রভোরেব লীলামনুজ বিগ্রহম্ ।
ধৃত্বা লোক পরিত্রাণং কৃতবান্ হরিনামভিঃ ॥ ৯৫ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে মহাপ্রভো ! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর । লীলাপ্রসঙ্গে তুমি অপূর্ব্ব লীলা-রসময় বিগ্রহ অবতার গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিনাম দান করিয়া

জগতের সমস্ত পতিতাধম জীবসমূহকে উদ্ধার করিতেছ ॥ ৯৫ ॥

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো !
সংসার বন্ধাৎ কুরুমাং বিমুক্তং ।
ভ্রমামি তীর্থন্ তব নাম গানৈ
দৃষ্টা মহাত্মান্ হরিদেব রূপান্ ॥ ৯৬ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে অনাথবন্ধু ! হে করুনাসিন্ধু ! আমাকে সংসার-বন্ধন হইতে অবিলম্বে মুক্ত কর । তোমার পরম পবিত্র নাম গান করিয়া এবং তোমার অনুগত দেবতুল্য সাধুমহাত্মাগণকে দর্শন করিবার উদ্দেশে যেন আমি তীর্থ পর্যটন করিতে পারি ॥ ৯৬ ॥

যদুক্তং যৎকৃতং পূর্ব্বং যৎশ্রুতং যন্মনোগতম্ ।
সর্ব্বং ক্ষমস্ব হে গৌর ত্বৎস্মৃতিঃ স্যাৎ সদা মম ॥ ৯৭ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, যাহা করিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি এবং যাহা মনে মনে ভাবিয়াছি হে গৌরচন্দ্র! সে সকল কিছু নিজ গুণে ক্ষমা কর এবং এই বর প্রদান কর সদা যেন সর্ব্বদা তোমার শ্রীপাদপদ্ম আমার স্মরণ রহে॥ ৯৭ ॥

লজ্জাং ত্যক্ত্বা পদে যাচে ভক্তিং মাং প্রেমলক্ষণাম্ ।
দেহি গৌর কৃপার্সিন্ধো ! তদ্বিনা নাস্তি দুঃখহা ॥ ৯৮ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে গৌরহরি ! আমি সর্বতভাবে সকল লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে যাচনা করিতেছি যে তুমি আমাকে প্রেমলক্ষণা প্রেমভক্তি প্রদান কর কারণ তাহা বিনা কভু দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে না ॥ ৯৮ ॥

অনেক জন্মকৃত মজ্জনোঽব্ধৌ
সিদ্ধিং কুরুস্ব প্রভু গৌরচন্দ্র।
সমুজ্জ্বলাং তে পাদপদ্ম সেবাং
করোমি নিত্যং হরিকীর্ত্তনঞ্চ ॥ ৯৯ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে গৌরচন্দ্র ! আমি অনেক অনেক জন্মজন্মান্তর হইতে বিষয় সংসার সাগরে মগ্ন রহিয়াছি। হে প্রভু ! তুমি দয়া করিয়া আমায় উদ্ধার কর। আমার কাতর প্রাথনা এই যে আমি যেন নিরবধি প্রেমভক্তি সহকারে তোমার সমুজ্জ্বল শ্রীপাদপদ্মে সেবা এবং হরিসংকীর্ত্তন করিতে পারি ॥ ৯৯ ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দনাভিন্নং গৌরাঙ্গ ত্বাং নিবেদয়ে।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ ! সর্ব্বসেবাং করোম্যহং ॥ ১০০ ॥

বঙ্গানুবাদঃ- হে মহাপ্রভো! তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে অভিন্ন। হে দয়ানিধে! তোমার চরণকমলে আমার এই বিনীত নিবেদন, কৃপাপূর্ব্বক তুমি সর্ব্বভাবে তোমার সেবার অধিকারী কর ॥ ১০০ ॥

গীয়তে যে রতিত্বেন চৈতন্য-শতকং মুদা।
যঃ পঠেৎ শ্রুয়তে নিত্যং প্রাপ্তিস্যাৎ শ্রীশচীসুতে ॥

শ্রীচৈতন্য-শতকং সমাপ্তম্।

ফলশ্রুতিঃ- যে জনা অতি আনন্দ সহকারে রতি ভক্তিপূর্ব্বক এই শ্রীচৈতন্য শতক নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করেন,তিনি অবশ্যই শ্রীশচীসূত

শ্রীগৌরহরিকে প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ তাঁহার নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণসেবা লাভ করিবেন ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্য শতকমের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু ॥

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দং তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
তেন ত্বদংঘ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতিম্ ॥

শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত মনুজ কায়েঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ॥
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১ ॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা ।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥

রসাদ্দোমা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো-নাম-গণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল করঃ ।
বিশালাক্ষোদীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-স্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্ ।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥ ৯॥

ইতি - শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শাস্ত্রীজীর সম্পাদনায় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশনেচ্ছুক গ্রন্থাবলী ঃ-

1. শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র (প্রকাশিত)
2. শ্রীচৈতন্যশতকম/শ্রীসার্ব্বভৌমশতকম্ (প্রকাশিত)
3. শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্,শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা সহিত
4. শ্রীঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী (প্রকাশিত)
5. শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুম (প্রকাশিত)
6. শ্রীসিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা (যন্ত্রস্থ)
7.শ্রীঅপ্রাকৃত জগতে ভাগবত সেবা (যন্ত্রস্থ)
8. শ্রীভগবন্নামকৌমুদী (যন্ত্রস্থ)
9. শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন মহিমা
10. শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন (প্রকাশিত)
11. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী (যন্ত্রস্থ)
12. শ্রীসনৎকুমার সংহিতা (যন্ত্রস্থ)
13. শ্রীমন্নামামৃতসিন্ধুবিন্দু (প্রকাশিত)
14. শ্রীরাধারস সুধানিধী (যন্ত্রস্থ)
15. মন্ত্রার্থ দিপীকা (যন্ত্রস্থ)
16. শ্রীশ্রীহরিনামামৃত ব্যারণম্ (যন্ত্রস্থ)
17. শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকৃত টীকা সহিত
18. শ্রীনরহরি সরকার কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্
19. শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব (শ্রীদশম চরিতম্)
20. শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীভগবান, ভক্ত এবং ভক্তি প্রসঙ্গ)
21. ভক্তিসার সমুচ্চয়
22. প্রবন্ধাবলী
23. শ্রীগোপাল বিরুদাবলী
24. ব্রজ কী মাধুকরী (প্রকাশিত)
25.শ্রীব্রজবিহার কাব্য
26. সিদ্ধ নিত্যানন্দ দাস বাবা (নন্দগাঁব) (প্রকাশিত)
27. শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত (প্রকাশিত)
28. শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চা
29.শ্রীক্ষণদা চিন্তামণি

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রীজী মহারাজের সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১.ব্রজ কী মাধুকরী (হিন্দী)
২.শ্রীশ্রীনামামৃত সমুদ্র
৩. শ্রীচৈতন্যশতকম্
৪. শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্, (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকা সহিত)
৫. শ্রীঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী
৬. শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ
৭.শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু
৯.পদাঙ্কদূতম্ (হিন্দী)
১০..শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত
১১. শ্রীনরোত্তমবিলাস
১২. শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত জীবন
১৩. শ্রীগোবর্ধনশতকম্
১৪. শ্রীঅংশাবেশাবতারবর্ণনম্
১৫. শ্রীশ্রীনারায়ণশব্দার্থনির্বচনম্
১৬.মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্য (রঙ্গরামানুজ)

(যন্ত্রস্থ) গ্রন্থসমূহ

১.শ্রীসিদ্ধস্বরূপ এবং সেবা
২.শ্রীঅপ্রাকৃত জগতে ভাগবত সেবা
৩.ভজনচন্দ্রিকা
৪. শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণম্
৫. শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভাগবত জীবন
৬. শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী
৭. শ্রীরাধামহাভাবদ্যুতিপ্রকাশিকা
৮. শ্রীসংগীত মাধবম্
৯. শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদিপীকা

অন্য গ্রন্থ সমূহ

১.শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতকণ্
২.)হিতবাদী
৩.)শ্রীভক্ত্যালোক
৪.)চিত্ত-প্রশুনাঞ্জলী ও চিত্তশোধনাঞ্জলী

প্রয়োজনেঃ-
পণ্ডিতজী ৮২১৮৪৭৬৬৭৬, নিমাই বেরা ৮৩৪৮৩৭১৯৪৭
www.Bhaktidarshan.org